পত্নী রমা দেবীকে লিখিত অগ্রন্থিত পত্র

১০। ৯। ৪১

কল্যাণীয়াসু,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। আমার যাওয়ার যথেষ্ট ইচ্ছা সত্ত্বেও এ শনিবারে যাওয়া নিতান্তই অসম্ভব। কোনোএকটু উপায় থাকলেও যেতাম নিশ্চয়ই। কিন্তু পূজার আগের সপ্তাহ, আমার কাজ যে কি রকম বেশি, তা তুমি কল্পনাকরতে পারবে না। শনি থেকে বুধবার পর্যন্ত প্রত্যেকদিন বিকেলে একটা করে মিটিং—আমায় সভাপতিত্ব করতে হবে, রবিবারে পানু এসে বলে গিয়েচে তাদের ওখানে শারদীয়উৎসব, সেখানে সভাপতি। সোমবার ও মঙ্গলবার দুটিকলেজে—বঙ্গবাসী ও বিদ্যাসাগর কলেজ Study Circle-এবক্তৃতা। শনিবার 'দুই বাড়ি' বইয়ের শেষ অধ্যায় সন্ধ্যার সময়নিয়ে যাবে। নতুবা পূজার আগে বই বেরুবে না। নবশক্তি ও 'দুন্দুভি' গল্প নিয়ে যাবে শনিবার রাত্রে। 'বাণীভবন' চেক দেবেশনিবার রাত্রে কপি যাওয়ার পরে। এত কাজ ঠেলে শনিবারযাওয়া অসম্ভব—আমার নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। রাত একটা পর্যন্ত বসে লিখি। সামনের সপ্তাহে হয়তো শুক্রবারসকালের দিকে যাবো। এ ক'দিন যে কী ভীষণ পরিশ্রমের ওঅনিদ্রার মধ্যে দিয়ে কাটবে লেখার ভিড়ে, যে আর তোমায় কী বলবো। নইলে তুমি ডাক দিলে কবে আমি না গিয়েছি ?তুমি ছেলে মানুষ, বাইরের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সংবাদ কিছুই রাখো না কি করেই বা জানবে ?লক্ষ্মীটি, এ দুদিন কাটাও বই পড়েও লিখে। পরের শুক্রবার নিশ্চয়ই যাবো।....। প্রীতি নিয়ো। গুরুজনদের সশ্রদ্ধ প্রণাম দিয়ো।

ইতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনঃ বৌমাকে চিঠি দিয়েছ কি ?দেওয়া না হলে পত্র দিয়ো।

পুনঃ হয়তো শুক্রবার সকালের ট্রেনেও যেতে পারি।নয়তো বরিশালে তো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই যাবো। কোনো উপায় থাকলে এ শনিবার যেতুম। এতটুকু ফাঁক নেই জটিলকর্মগ্রন্থির মধ্যে। পূজার আগে ফি বছর এমনি হয়।